WCJS

"ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার ব্যবহার করুন
মাটির স্বাস্থ্য ভাল রাখুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন"

উৎপাদনকারী : ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. আর. বায়ো ফার্টিলাইজার বাংলাদেশ লিঃ
(বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ড যৌথ উদ্যোগ)

WASTE CONCERN

WWR Bio Fertilizer Bangladesh Ltd.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত

ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার

WCJS

ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত দেশের প্রথম জৈব সার। এ সার উৎপাদনের কাঁচামাল বাজারের সব্জিবর্জ্য। বানিজ্যিক ভাবে এ সার উৎপাদনের পিছনে রয়েছে ওয়েষ্ট কনসার্ন, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. আর. দি নেদারল্যান্ডস-এর যৌথ উদ্যোগ এবং দেশে ও বিদেশে ওয়েষ্ট কনসার্নের দীর্ঘ ১৫ বছরের নিরলস গবেষনা এবং মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা। গুনাগুনের উপর রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস সরকার এবং আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতি। এ সারে পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক কোন উপাদান নেই। এ সারের উৎপাদন প্রক্রিয়া জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিয়োটো প্রটোকল কর্তৃক অনুমোদিত। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী মিথেন গ্যাসের উদগীরন হয় না, ফলে এর উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবেশ বান্ধব এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধ সহায়ক।

www.wasteconcern.org

ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার

- মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়।
- রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
- মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- গাছের পুষ্টি উপাদান যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস পটাশিয়াম ও সালফার এর কার্য্যকর সরবরাহ (Release) নিশ্চিত করে।
- মাটির অম্লত্ব কমায় ও উপকারী অনুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।
- ফল, মূল, শাক সবজির স্বাদ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে।
- সঠিক মাত্রায় ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার ব্যবহার করলে ১০-২৫% রাসায়নিক সার কম লাগে।
- রাসায়নিক সারের সাথে সুষম মাত্রায় ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার ব্যবহার করলে ২০-৩০% ফলন বৃদ্ধি পায়।
- ফসল চাষে ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সারের ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে লাভ জনক।

বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার ব্যবহার পদ্ধতি

ফসলের নাম	পরিমান	প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি
ধান, গম	৪-৫ কেজি/শতক	জমি তৈরীর শেষ চাষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ।
ভূট্টা, আখ	৫-৭ কেজি/শতক	
ফুলকপি, বাধাঁকপি, ব্রোকলি, টমেটো, বেগুন, মরিচ	৮-১০ কেজি/শতক	অর্ধেক পরিমান জমি তৈরীর শেষ চাষে ছিটিয়ে বাকী অর্ধেক রোপন গর্তে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে।
আলু, মুলা, গাজর, কচু, হলুদ, আদা, পান, পিয়াজ, রসুন	৮-১২ কেজি/শতক	জমি তৈরীর শেষ চাষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ।
শিম, লাউ, পটল, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শসা, করলা, ঝিংগা, চিচিংগা, কাকরোল	১-১.৫ কেজি/শতক	প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে রোপন গর্তে প্রয়োগ করে ৭-৮ দিন পর বীজ বা চারা রোপন করতে হবে।
ঢেঁড়স, বরবটি, পেয়াজ, রসুন	৮-১০ কেজি/শতক	জমি তৈরীর শেষ চাষে নির্ধারিত রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ।
লাল শাক, ডাটা শাক, পালং শাক, কলমি শাক	১০-১৫ কেজি/শতক	জমি তৈরীর শেষ চাষে নির্ধারিত রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ।
ফলজ গাছ (আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, কলা, পেঁপে, লেবু, জামরুল, সফেদা, সরিফা ইত্যাদি)	২-৫ কেজি/গাছ প্রতি	প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে রোপন গর্তে প্রয়োগ করে ৭-১০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হবে।
ফলবান বা বাড়ন্ত গাছ	২-৩ কেজি	বর্ষা শুরুর আগে বা বর্ষার শেষে গাছের চারপাশে বৃত্তাকারে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
চা (নার্সারীর ক্ষেত্রে)	০.৫-১ কেজি/গর্ত প্রতি	রোপন গর্তে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে ৫-৭ দিন পর চারা লাগাতে হবে।

বি: দ্র: - জমির উর্বতা শক্তি অনুযায়ী ওয়েষ্ট কনসার্ন জৈব সার এর পরিমান কম বা বেশী ব্যবহার করুন